Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 14-04-2026 15:38 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৩০ চৈত্র ।। ১৪৩২।। মঙ্গলবার ১৪ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩১২ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের
সুবিধা রয়েছে

24/7
EMERGENCY
SERVICE

মাইক্রো
সার্জারি

অপারেশন করা হয়।

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে
অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট
(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 /
8967213824 /8637023374 /
8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 14-04-2026 15:38 Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৩০ চৈত্র ।। ১৪৩২।। মঙ্গলবার ১৪ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩১২ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

শূন্যের গেরো কাটাতে বামেদের ভরসা ‘তরুণ’ বিমানই, রোড শো-মিছিলের আকর্ষণই ফ্রন্ট চেয়ারম্যান

‘বিরোধী হলে আপনিই পরের টার্গেট’, আইপ্যাক ডিরেক্টরের গ্রেপ্তারিকে ‘হিমশীতল’ পদক্ষেপ বললেন অভিষেক

যুদ্ধে আমেরিকাকে সাহায্যের ‘শাস্তি’, ৫ মুসলিম দেশের থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করবে ইরান

এজেন্ট সরালে ‘মা-বোনেরা’ বসবে,

গ্রেফতারির আশঙ্কায় বিকল্প মমতার

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বিজেপির বিরুদ্ধে ‘নোংরা গেম’ খেলার অভিযোগে সরব হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, ভোটকেন্দ্রে তৃণমূলের বুথ এজেন্টদের বসতে না দিতে পরিকল্পিতভাবে গ্রেফতারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সোমবার পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলার জনসভা থেকে দলীয় কর্মীদের এই ষড়যন্ত্র রুখ তে ‘প্যারালাল মেশিনারি’ বা বিকল্প ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দেন তিনি। প্রতিপক্ষকে হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দুরন্ত খেলা খেলে তোমাদের পগার পার করব।’ পিংলার কাচডিহা স্ট্যাক ইয়ার্ড মাঠের সভায় সবংয়ের প্রার্থী মানস ভুঁইয়া এবং পিংলার অজিত মাইতির সমর্থনে সুর চড়ান মমতা। তিনি অভিযোগ করেন, ‘তৃণমূলের বুথ এজেন্টদের গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছে। যাতে তারা ভোটকেন্দ্রে বসতে না-পারে।’ এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় মমতার দাওয়াই, ‘এক জনকে গ্রেফতার করলে আর এক জন থাকবে। মা-বোনেদের এজেন্ট থাকবে।’ দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, ‘বিজেপির মতো নোংরা গেম আর কখনও কাউকে খেলতে দেখিনি।’ এদিন এনআরসি এবং সিএএ ইস্যুতেও কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া প্রসঙ্গে মঞ্চ থেকে জনতাকে আশ্বস্ত করেন তিনি। মমতার স্পষ্ট ঘোষণা, ‘আমি আপনাদের জন্য সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছি। রাস্তাতেও আছি। যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে, তাঁদের নাম তো তুলেই ছাড়ব, আজ না হোক কাল।’ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বুলডোজার মন্তব্যের পাল্টা আক্রমণ শানিয়ে মমতা বলেন, ‘নয়ডা জ্বলছে। আর এখানে যোগীবাবু এসে বলছেন বাংলায় বুলডোজার চলবে।’ বিহারের প্রসঙ্গ টেনে কেন্দ্রের শাসকদলকে বিঁধতে ছাড়েননি তিনি। তৃণমূল নেত্রীর দাবি, বিজেপি বিহারের মহিলাদের আগে টাকা দিয়ে এখন তা ফেরত চাইছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সঙ্গে তুলনা টেনে তাঁর তোপ, ‘আমরা লক্ষ্মীর ভান্ডার দিয়ে কেড়ে নিই না। আর বিজেপি বিহারে মহিলাদের ভোটের আগে টাকা দিয়ে এখন বলছে, সব ফিরিয়ে দিন।’ রাজনৈতিক মহলের মতে, এজেন্টদের মনোবল বাড়াতে এবং কেন্দ্রীয় বঞ্চনার ইস্যু উসকে দিতেই এদিন ফের ‘খেলার’ ডাক দিলেন মমতা। ফাইল ফটো।

শিল্প শেষ করছেন মমতা ও মোদী, রায়গঞ্জে দাঁড়িয়ে আক্রমণ রাহুলের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ‘মমতা রাজ্যে শিল্প শেষ করে দিয়েছেন, দেশে মোদীও একই ক্ষতি করতে উঠেপড়ে লেগেছেন!’ রায়গঞ্জের জনসভা থেকে এভাবেই তৃণমূল এবং বিজেপিকে একাসনে বসিয়ে আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। মঙ্গলবার উত্তর দিনাজপুরের এই সভায় উপস্থিত হয়ে রাহুল দাবি করেন, দেশের সংবিধান ও গণতন্ত্র আজ বিপন্ন। মঞ্চে উঠে বিআর অম্বেদকরের ছবিতে মাল্যদান করার পর থেকেই তাঁর নিশানায় ছিলেন নরেন্দ্র মোদী ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গোলাম আহমেদ মীর ও দীপা দাসমুন্সির উপস্থিতিতে রাহুল অভিযোগ করেন, বিজেপি ও আরএসএস দেশজুড়ে ঘৃণার বাতাবরণ তৈরি করছে, যার পাল্টায় তিনি ‘ভালবাসার দোকান’ খ ুলতে চান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নজিরবিহীন ভাষায় আক্রমণ করে রাহুল বলেন, ‘আজকাল আপনারা নরেন্দ্র মোদীর চেহারা দেখেছেন? হাওয়া বেরিয়ে গিয়েছে। উনি আমার চোখে চোখ রাখতে পারেন না।’ এর পরেই তিনি বিস্ফোরক দাবি করেন যে, আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাতে মোদীর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রক রয়েছে। রাহুল বলেন, ‘এপস্টিন ফাইলসের চাবি ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাতে রয়েছে। এই জন্য যখন ট্রাম্প মোদীকে বলেন লাফান, তিনি লাফ দেন।’ তাঁর দাবি, ওই ফাইলে বিজেপি নেতাদের নাম রয়েছে বলেই প্রধানমন্ত্রী বিদেশের চাপে নতিস্বীকার করছেন। আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ককে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ‘এর নাম হওয়া উচিত মোদানি সংস্থা। এটা অর্ধেক আদানির, অর্ধেক মোদীর।’ দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে রাহুল জানান, মোদী ভারতকে ভয়ঙ্কর ধোঁকা দিয়েছেন। আমেরিকার সঙ্গে এমন বাণিজ্যিক চুক্তি করা হয়েছে যাতে দেশের কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তিনি বলেন, ‘দেশের কৃষিক্ষেত্রকে আমেরিকার কৃষকদের জন্য খুলে দিয়েছেন। আমেরিকার পণ্য সুনামির মতো এ দেশে এলে আমাদের ছোট ও মাঝারি কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে।’ এমনকি ভারতের জাতীয় ডেটা এবং জ্বালানি তেলের সুরক্ষাও আমেরিকার হাতে বিকিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন তিনি। রাহুলের দাবি, আমেরিকার নির্দেশ ছাড়া ভারত এখ ন অন্য দেশ থেকে তেল কেনার ক্ষমতাও হারিয়েছে।বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে বিঁধতে ছাড়েননি রাহুল। তিনি স্পষ্ট জানান, রাজ্যে শিল্প ও কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি শোচনীয়। রাহুলের কথায়, ‘পশ্চিমবঙ্গে মমতাজি আপনাদের শিল্পকে শেষ করে দিয়েছেন। দেশে নরেন্দ্র মোদী শিল্পকে শেষ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন।’ তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তিনি সারদা ও রোজভ্যালি কেলেঙ্কারির প্রসঙ্গ টানেন।

কয়লাকাণ্ডে জালে আইপ্যাক কর্তা

ভোটের আবহে কয়লা কেলেঙ্কারি মামলায় বড়সড় ঝটকা খেল তৃণমূলের ভোটকুশলী সংস্থা আইপ্যাক। সংস্থার অন্যতম ডিরেক্টর তথা সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিনেশ চান্দেলকে ১০ দিনের জন্য ইডি হেফাজতে পাঠাল দিল্লির পটীয়ালা হাউস কোর্ট।

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটের আবহে কয়লা কেলেঙ্কারি মামলায় বড়সড় ঝটকা খেল তৃণমূলের ভোটকুশলী সংস্থা আইপ্যাক। সংস্থার অন্যতম ডিরেক্টর তথা সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিনেশ চান্দেলকে ১০ দিনের জন্য ইডি হেফাজতে পাঠাল দিল্লির পটীয়ালা হাউস কোর্ট। মঙ্গলবার ভোরে অতিরিক্ত দায়রা বিচারক শেফালি বার্নালা ট্যান্ডন এই নির্দেশ দেন। সোমবার দিনভর তল্লাশির পর রাতেই বিনেশকে গ্রেফতার করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।আদালতে ইডি দাবি করেছে, আইপ্যাকের ৩৩ শতাংশের অংশীদার বিনেশ কয়েক কোটি টাকার আর্থিক তছরুপে সরাসরি যুক্ত। দিল্লি পুলিশের এফআইআর-এর ভিত্তিতে পিএমএলএ আইনে এই মামলার তদন্ত শুরু হয়। কেন্দ্রীয় সংস্থার আইনজীবী জানান, ‘তদন্তে উঠে এসেছে আইপ্যাক; কনসাল্টিং প্রাইভেট সংস্থা বহু কোটি টাকার অপরাধলব্ধ অর্থ পাচারে জড়িত ছিল। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৫০ কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।’ ইডির অভিযোগ, হিসাববহির্ভূত তহবিল, ভুয়ো চালান এবং দেশি-বিদেশি হাওলা চ্যানেলের মাধ্যমে বিপুল টাকা লেনদেন হয়েছে।এর আগে জানুয়ারিতে কলকাতায় আইপ্যাকের দফতরে তল্লাশি ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল সল্টলেক। ইডির দাবি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে সেখানে গিয়ে তদন্তে বাধা দিয়েছেন। ফাইল ও ল্যাপটপ সরিয়ে ফেলার অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে ইডি। যদিও মঙ্গলবার শীর্ষ আদালতে সেই মামলার শুনানি অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে গিয়েছে। ভোটের মুখে বিনেশের এই গ্রেফতারি রাজনৈতিক মহলে শোরগোল ফেলে দিয়েছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 14-04-2026 15:38 Page 3

ট্রাম্পের স্ত্রীর সারা শরীরে 'আদর' জেফরি এপস্টেইনের ?

কী বললেন মার্কিন ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প ?

নয়া জামানা ডেক্স ঃ সম্প্রতি সমাজ মাধ্যমে একটি আপত্তিকর ছবি ভাইরাল হয় যেখানে দাবী করা হয় কুখ্যাত জেফরি এপস্টেইন ঘনিষ্ঠ সময় কাটাচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্পের সঙ্গে। যার প্রতিক্রিয়ায় মুখ খুললেন মার্কিন ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প।হোয়াইট হাউসের পোডিয়ামে যখ ন মার্কিন ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প এসে দাঁড়ালেন, তখন উপস্থিত কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পাননি যে পরের কয়েক মিনিট বিশ্ব রাজনীতিতে এক বিশাল বিস্ফোরণ ঘটতে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঠিক এক সপ্তাহ আগের দেওয়া ভাষণের রেশ কাটতে না কাটতেই মেলানিয়া এমন এক বিষয়ে মুখ খুললেন, যা পুরো প্রশাসনকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে।আমেরিকার জাতীয় পতাকায় ঘেরা পোডিয়াম থেকে মেলানিয়ার প্রথম বাক্যটিই ছিল এক তীব্র চাবুকের মতো; কুখ্যাত জেফরি এপস্টেইনের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে যেসব মিথ্যা ছড়ানো হচ্ছে, আজই তার অবসান হওয়া দরকার। এই একটি বাক্যের মাধ্যমে তিনি এপস্টেইন কেলেঙ্কারিকে আবারও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এলেন, যা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জন্য বরাবরই অস্বস্তির কারণ।মার্কিন কেবল চ্যানেলগুলো তাৎক্ষণিকভাবে ইরানের সংঘাতের খবর বাদ দিয়ে মেলানিয়ার এই নজিরবিহীন ভাষণের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অত্যন্ত সংরক্ষিত এবং কম প্রচারমুখী হিসেবে পরিচিত মেলানিয়া ট্রাম্প এদিন একটি লিখিত বিবৃতি পাঠ করেন। তিনি সাফ জানিয়ে দেন যে, এপস্টেইন বা ঘিসলাইন ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে তাঁর কোনও ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল না এবং এপস্টেইনের মাধ্যমেই ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর পরিচয়;এই দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় ছিল তাঁর পরবর্তী দাবি; তিনি এপস্টেইনের শিকার হওয়া মহিলাদের জন্য একটি জনসমক্ষে 'কংগ্রেসনাল হেয়ারিং' বা শুনানির আহ্বান জানান।মেলানিয়ার এই পদক্ষেপ নিয়ে ইতিমধ্যেই ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। কেন তিনি হঠাৎ করে এই পুরনো গুজব নিয়ে জনসমক্ষে মুখ খুললেন? তদন্তকারী সাংবাদিক ভিকি ওয়ার্ডের মতে, মেলানিয়ার এই টাইমিং অত্যন্ত রহস্যজনক। এপস্টেইন ফাইলসে

ম্যাক্সওয়েলকে পাঠানো একটি বন্ধুত্বপূর্ণ ইমেল ছাড়া মেলানিয়ার তেমন কোনও নাম নেই। তাই কেন তিনি আগ বাড়িয়ে এই বিতর্কে জড়ালেন, তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। এমনকি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও দাবি করেছেন যে, মেলানিয়া এমন কোনও ভাষণ দেবেন তা তিনি জানতেন না।এপস্টেইনের শিকার হওয়া মহিলাদের মধ্যে এই ভাষণ নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ভুক্তভোগীদের একটি বড় অংশ এবং ভার্জিনিয়া রবার্টস জিউফ্রে-র পরিবার মনে করছে, মেলানিয়া আসলে সত্য উদঘাটনের বদলে দায় এড়িয়ে ক্ষমতার প্রভাব খ াটানোর চেষ্টা করছেন। তবে লিসা ফিলিপসের মতো কোনও কোনও ভুক্তভোগী একে একটি 'সাহসী পদক্ষেপ' হিসেবে প্রশংসা করেছেন এবং ফার্স্ট লেডিকে তাঁর কথা কাজে প্রমাণ করার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মেলানিয়ার এই অবস্থান হোয়াইট হাউসের ভেতরেই এক বড় ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে। লেখক ব্যারি লেভিন বলছেন, ট্রাম্প যেখানে বরাবরই ভুক্তভোগীদের প্রতি ঠান্ডা মনোভাব দেখি য়েছেন এবং এই ফাইলগুলোকে 'ষড়যন্ত্র' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন, সেখানে মেলানিয়া সম্পূর্ণ উল্টো পথে হেঁটে ভুক্তভোগীদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন। ডেমোক্র্যাটরা একে একটি 'রাজনৈতিক উপহার' হিসেবে দেখছেন। তাঁদের দাবি, মেলানিয়া যদি সত্যিই বিচার চান, তবে তাঁর উচিত স্বামীকে বলে এপস্টেইন সংক্রান্ত সব গোপন ফাইল জনসমক্ষে আনা।সব মিলিয়ে, হোয়াইট হাউসের যে সংকটটি প্রশাসন ধামাচাপা দিতে চেয়েছিল, মেলানিয়া ট্রাম্পের এই একটি ভাষণ তাতে নতুন করে আগুনের ঘি ঢেলে দিল। ট্রাম্প এখন আর এই কেলেঙ্কারিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উড়িয়ে দিতে পারছেন না, কারণ এবারের আক্রমণটি এসেছে তাঁর ঘরের ভেতর থেকেই।

বয়সের কাঁটা ঘুরবে উল্টোদিকে!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বয়স বাড়া কি থামানো বা উল্টে দেওয়া সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই নতুন করে শুরু হয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ মানব-পরীক্ষা। গবেষকরা 'সেল রিজুভেনেশন' বা কোষকে আবার তরুণ করে তোলার প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছেন। এই গবেষণা যেমন নতুন আশার দরজা খুলছে, তেমনই উঠছে নিরাপত্তা ও নৈতিকতা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন।বিশেষজ্ঞদের মতে, মানুষের শরীরের কোষ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয় হতে থাকে। এই ক্ষয়ের ফলেই বয়সের ছাপ দেখা যায়। ত্বক ঢিলে হয়ে যাওয়া, এনার্জি কমে যাওয়া এবং বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি। নতুন এই পরীক্ষার লক্ষ্য হল, কোষগুলিকে এমনভাবে পরিবর্তন করা যাতে তারা আবার আগের মতো সক্রিয় ও তরুণ হয়ে ওঠে।

গবেষণায় এমন কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে, যা কোষের কার্যপ্রণালীকে 'রিসেট' করতে পারে।

সহজভাবে বললে, পুরনো কোষকে নতুনের মতো কাজ করতে সাহায্য করা। যদি এই প্রযুক্তি সফল হয়, তাহলে ভবিষ্যতে শুধু বয়স কম দেখানোই নয়, বরং বয়সজনিত নানা রোগের চিকিৎসায় বড় পরিবর্তন আসতে পারে।তবে চিকিৎসকদের একাংশ সতর্ক করে বলছেন, এই ধরনের হস্তক্ষেপ ঝুঁকিপূর্ণও হতে পারে। কোষের স্বাভাবিক গঠন ও কাজের ধরন বদলে গেলে তা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে, যা ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। তাই এই প্রযুক্তি কতটা নিরাপদ, তা জানতে আরও দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা প্রয়োজন।এছাড়াও, এই চিকিৎসা যদি সফল হয়, তাহলে তা কি সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে থাকবে, নাকি খুব ব্যয়বহুল হয়ে সীমিত মানুষের মধ্যেই আটকে যাবে;

এই নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে।সবমিলিয়ে, 'সেল রিজুভেনেশন' নিয়ে এই মানব-পরীক্ষা বিজ্ঞান জগতে এক বড় পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে এখনই নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না, এটি সত্যিই বয়স কমাতে পারবে কিনা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ফলাফল না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করাই শ্রেয়।

বাড়িতেই বানান সেরা কোল্ড কফি

নয়া জামানা ডেক্স ঃ গরমের দুপুরে এক গ্লাস ঠান্ডা কফি বা কোল্ড কফি নিমেষেই শরীর ও মন জুড়িয়ে দেয়। জনপ্রিয় শেফ কুনাল কাপুর বাড়িতেই ক্যাফে স্টাইল কোল্ড কফি তৈরির তিনটি দারুণ রেসিপি শেয়ার করেছেন। খুব সাধারণ কিছু উপকরণ দিয়ে আপনিও ঝটপট এই পানীয়গুলো বানিয়ে নিতে পারেন। এটি সবচেয়ে সহজ এবং জনপ্রিয় পদ্ধতি। যারা কফির আসল স্বাদ পছন্দ করেন, তাঁদের জন্য এটি সেরা।

উপকরণ ঃ ১ কাপ ঠান্ডা দুধ, ২ চা চামচ কফি পাউডার, ২ টেবিল চামচ চিনি এবং কয়েক টুকরো বরফ।

কীভাবে বানাবেন ঃ একটি ব্লেন্ডারে দুধ, চিনি এবং কফি পাউডার নিন। এবার এতে বরফের টুকরো দিয়ে ভাল করে ব্লেন্ড করুন যতক্ষণ না উপরে ঘন ফেনা তৈরি হচ্ছে। গ্লাসে ঢেলে উপর থেকে সামান্য কফি পাউডার ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

মোকা ফ্র্যাপুচিনো

চকোলেট এবং কফির এই মিশ্রণটি ছোট-বড় সকলেরই খুব প্রিয়। এটি দেখ তেও যেমন সুন্দর, খেতেও তেমনি সুস্বাদু।

উপকরণঃ ১ কাপ দুধ, ১ টেবিল চামচ কফি পাউডার, ২ টেবিল চামচ চকোলেট সিরাপ (বা কোকো পাউডার), চিনি এবং বরফ।

কীভাবে বানাবেন ঃ ব্লেন্ডারে দুধ, কফি এবং চকোলেট সিরাপ মিশিয়ে নিন। স্বাদমতো চিনি ও বরফ দিয়ে ব্লেন্ড করুন। পরিবেশন করার আগে গ্লাসের ভেতরের দেওয়ালে চকোলেট সিরাপ দিয়ে একটু নকশা করে নিন। কফি ঢেলে উপরে সামান্য চকোলেট চিপস ছড়িয়ে দিলে একদম দোকানের মতো দেখাবে।

ক্যারামেল ফ্র্যাপুচিনো

যাঁরা একটু মিষ্টি এবং রাজকীয় স্বাদ পছন্দ করেন, তাঁদের জন্য ক্যারামেল ফ্র্যাপুচিনো একদম উপযুক্ত।

উপকরণঃ ১ কাপ দুধ, ১ টেবিল চামচ কফি, ২ টেবিল চামচ ক্যারামেল সস, চিনি এবং প্রচুর বরফ।

কীভাবে বানাবেন ঃ ব্লেন্ডারে দুধ, কফি এবং ক্যারামেল সস দিয়ে দিন। এবার বরফ মিশিয়ে ঘন ফেনা হওয়া পর্যন্ত ব্লেন্ড করুন। গ্লাসে ঢেলে উপর থেকে আরও কিছুটা ক্যারামেল সস দিয়ে সাজিয়ে নিন।

নিজেকে যিশু ভাবছেন ট্রাম্প !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ নিজেকে যিশু ভাবছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যিশুর মতো সাজে সোমবার একটি ছবি পোস্ট করেছেন তিনি। যদিও ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি। ট্রাম্পের এহেন কীর্তিতে রীতিমতো রেগে আগুন চতুর্দশ পোপ লিও। সোমবার ট্রুথ প্ল্যাটফর্মে একটি ছবি পোস্ট করেছেন ট্রাম্প। যেখানে যিশুর মতো পোশাকে দেখা গেছে তাঁকে। মাথার চারপাশে ঐশ্বরিক আলো। তাঁর হাত রয়েছে এক রোগীর মাথায়। যেন হাত দিয়ে ছুঁয়েই তাঁকে সারিয়ে তুলছেন। পিছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা। আশেপাশে অনেকেই ট্রাম্পের পায়ের কাছে বসে প্রার্থনা করছেন। ঠিক যেমন যিশুর পায়ের কাছে সকলে বসে থাকেন। ছবিটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি। এই ছবিটি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই চতুর্দশ পোপ লিও নিন্দা করেছেন। পাল্টা ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি পোপের মতামত নিয়ে চিন্তিত নন। কারণ পোপকে তিনি পছন্দ করেন না। এর আগে ট্রাম্প বলেছেন, 'চতুর্দশ টোপ লিও একদমই ভাল কাজ করছেন না। তিনি অপরাধ পছন্দ করেন। এমন পোপকে আমি অপছন্দ করি, যিনি ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র রাখাকে সমর্থন করেন। আমি তাঁকে মোটেই পছন্দ করি না। তিনি একজন উদারপন্থী মানুষ, আবার অপরাধপ্রেমীও। অপরাধ দমনে পোপ লিও বিশ্বাস করেন না।' এহেন দাবির পরেই ট্রুথ প্ল্যাটফর্মে যিশুর মতো সাজে, এআই দিয়ে তৈরি ছবিটি পোস্ট করেছেন ট্রাম্প।

যা ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে। ট্রুথ প্ল্যাটফর্মেই ট্রাম্প লিখেছেন, 'অপরাধ দমনে পোপ লিও দুর্বল'। এর আগে চতুর্দশ পোপ লিও সংঘাত বন্ধের আহ্বান জানিয়ে বিশ্ব নেতাদের উদ্দেশে বলেন, যুদ্ধ না বাড়িয়ে কূটনৈতিক পথে সমাধান খুঁজতে হবে। এরপরই ট্রাম্প বলেন, 'এমন পোপকে আমি অপছন্দ করি, যিনি ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র রাখাকে সমর্থন করেন।' যা ঘিরে পোপ ও ট্রাম্পের সংঘাত প্রকাশ্যে আসে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 14-04-2026 15:38 Page 4

চৈত্রের শেষ দিনের ঐতিহ্য

আজ স্মৃতির পাতায়

বাবলু রহমান , নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ জীবনে একসময় চৈত্র মাসের শেষ দিনটি ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে এই দিনটি ঘিরে পালিত হতো এক অনন্য লোকাচার; ভাজাভুজা বা চৈত্রের শেষ দিনের অনুষ্ঠান। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ঐতিহ্য আজ অনেকটাই হারিয়ে যেতে বসেছে।ভোর হতেই গ্রামের মানুষজন বেরিয়ে পড়তেন বিভিন্ন ধরনের পাতা ও উপকরণ সংগ্রহ করতে;যেমন পানি মুথারি পাতা, বিস্তি ফল ও পাতা, ভান পাতা ইত্যাদি। এরপর শুরু হতো মূল অনুষ্ঠান। প্রথমে বাড়ির ঠাকুরের পূজা দেওয়া হতো। পূজার উপকরণ হিসেবে থাকত চিনি, চম্পা কলা, দুধ, দই এবং চালের মাখা।পূজা শেষ হলে বাড়ির প্রতিটি দরজায় ঝুলিয়ে দেওয়া হতো সংগ্রহ করা পাতা, সঙ্গে রসুন, স্থানীয় পেঁয়াজ, আদা ও হলুদ। বিশ্বাস ছিল, এগুলো অশুভ শক্তিকে দূরে রাখে এবং পরিবারকে সুস্থ রাখে।এই দিনটিতে বাড়িতে সাধারণ রান্না করা হতো না। পরিবর্তে চিঁড়ে, ছোলা ভাজা, ঘুগনি এবং বিভিন্ন কাঁচা খাবার খাওয়া হতো। কাঁচা উপকরণের মধ্যে থাকত আম, কাঁঠাল, বিস্তির ফল, রসুন, পেঁয়াজ, শুকনো পাটপাতা, আদা ও হলুদ।দিনের শেষে রাতে সাত রকম শাকসবজি দিয়ে একটি বিশেষ তরকারি রান্না করা হতো। এই একমাত্র পদ দিয়েই সারা পরিবারের ভুরিভোজ সম্পন্ন হতো। এই আচারকে ঘিরে একটি প্রবাদও প্রচলিত ছিল;যেমন দেওয়ের তেমন পূজা, মাসান দাওয়ের-এর ভাজাভুজা।তবে আধুনিকতার ছোঁয়ায় এই সুন্দর কৃষ্টি আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। ময়নাগুড়ির ষাটোর্ধ্ব বাসিন্দা বিশ্বনাথ অধিকারী বলেন, প্রযুক্তির যুগে এই ধরনের ঐতিহ্য ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হচ্ছে। ধূপগুড়ির কালীঘাটের উজ্জ্বল রায়ও জানান, একসময় এই অনুষ্ঠান খুব জনপ্রিয় ছিল, কিন্তু এখন তা আর আগের মতো দেখ া যায় না।গ্রামাঞ্চলে এখনও কিছুটা অস্তিত্ব থাকলেও শহরে এই অনুষ্ঠানের প্রভাব প্রায় নেই বললেই চলে। নতুন প্রজন্মের অনেকেই এই ঐতিহ্যের কথা জানেই না। তাই এই প্রাচীন লোকসংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেতনতা এবং উদ্যোগ নেওয়া এখন সময়ের দাবি।

প্রকাশ্যে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব !

মাথা ফাটল বিজেপি নেতার

নয়া জামানা, বারানগর ঃ ভোটের মুখে আবারও উত্তপ্ত বারানগর। বিজেপির অন্দরেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে সোমবার রাতে পরপর অশান্তির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। একদিকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তুলে থানার সামনে বিক্ষোভে সামিল হন বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষ, অন্যদিকে তাঁর ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধেই এক আদি বিজেপি কর্মীকে রক্তাক্ত করার অভিযোগ উঠেছে।সূত্রের খবর, সোমবার রাতে বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগে বারানগর থানা ঘেরাও করেন সজল ঘোষ। তিনি তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে আক্রমণের অভিযোগ তোলেন এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। ঠিক এই সময়েই নতুন করে বিতর্কের সূত্রপাত হয়।অভিযোগ, বরানগরের

গোপাল লাল ঠাকুর রোডে বিজেপি কার্যালয়ের সামনে আক্রান্ত হন স্থানীয় পুরনো কর্মী রাজীব মিশ্র। তাঁকে রাস্তায় তাড়া করে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করা হয়। রাজীবের দাবি, তাঁকে মারধর করেছে বিজেপিরই 'নব্য' কর্মীরা। সংবাদমাধ্যমে রাজীব মিশ্র অভিযোগ করে বলেন, সজল ঘোষের নেতৃত্ব ও মন্তব্য নিয়ে দলের ভিতরে অসন্তোষ রয়েছে। তাঁর কথায়, আমি ওঁর প্রচারে যাইনি। অফিসে গিয়ে ঝামেলা দেখে বলেছিলাম, বাইরে নয়, ভিতরে কথা হোক। তখনই আমাকে দেখে মারার হুমকি দেয়।তাঁর অভিযোগ, হেমন্ত সাউ, কিরণ দাস-সহ একাধিক কর্মী মিলে তাঁকে আক্রমণ করে।এই ঘটনায় রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে উঠেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে বিজেপির অন্দরকলহ নিয়েই কটাক্ষ করা হয়েছে। শাসক দলের দাবি, বিজেপি নিজেদের সংগঠন সামলাতেই ব্যর্থ।উল্লেখ্য, বরানগর কেন্দ্রে মূল লড়াই এবার তৃণমূলের সায়ন্তিকা ব্যানার্জী ও বিজেপির সজল ঘোষের মধ্যে। বামফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে রয়েছেন সায়ানদীপ মিত্র। ভোটের আগে এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বিজেপির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

অপারেশনের নামে তোলাবাজি,

তুফানগঞ্জ হাসপাতালে শোকজ ও তদন্ত

প্রদীপ কুন্ডু, নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে অপারেশনের নামে তোলাবাজির গুরুতর অভিযোগে অবশেষে নড়েচড়ে বসল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ওটির দায়িত্বে থাকা অভিযুক্ত ওটি টেকনোলজিস্টকে ইতিমধ্যেই শোকজ করা হয়েছে। পাশাপাশি গঠন করা হয়েছে একটি আভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি, যা আগামী সাত দিনের মধ্যে তাদের রিপোর্ট পেশ করবে।হাসপাতালের সুপার ডাঃ মিনাল কান্তি অধিকারী জানান, তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কমিটির রিপোর্ট জমা পড়ার পরই বিস্তারিতভাবে কিছু বলা সম্ভব হবে। যদিও কমিটির সদস্য সংখ্যা বা কারা রয়েছেন, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানাননি তিনি। হাসপাতাল সূত্রে খবর, অভিযোগ ওঠার পর থেকেই অভিযুক্ত কর্মীকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।অভিযুক্ত ওটি টেকনোলজিস্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি গর্ভবতী মহিলার সিজার অপারেশনের আগে বিভিন্ন অজুহাতে রোগীর পরিবারের কাছ থেকে টাকা আদায় করতেন। শুধু একবার নয়, দীর্ঘদিন ধরেই এই বেআইনি কার্যকলাপ চলছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়।এদিকে অভিযুক্ত কর্মী নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রসঙ্গে বলেন, তদন্ত চলছে বলে শুনেছি। আপাতত আমাকে কাজ থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে।ঘটনায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন প্রতারিত রোগীর পরিবারও। এক ভুক্তভোগী গর্ভবতীর স্বামী দেবাশীষ আর্য জানান, আমি তোলাবাজির শিকার হয়েছি। আজ আমি, কাল অন্য কেউ হবে;এটা চলতে পারে না। প্রশাসনের আরও আগে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল।সংবাদমাধ্যমে বিষয়টি সামনে আসার পর তুফানগঞ্জ মহকুমা প্রশাসনও সক্রিয় হয়েছে। মহকুমা শাসক শান্তনু কর্মকার জানান, তদন্ত শুরু হয়েছে এবং রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।সরকারি হাসপাতালে এই ধরনের তোলাবাজির অভিযোগ স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের মুখে ফেলেছে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে। এখন দেখার, তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কতটা কঠোর ব্যবস্থা নেয় কর্তৃপক্ষ এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা রুখতে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

লাউডস্পিকার বিতর্কে সংঘর্ষ, ভাঙ্গচুরের অভিযোগে তৃণমূল-বিজেপি তরজা

নয়া জামানা, দুর্গাপুর ঃ লাউডস্পিকার বাজানোকে কেন্দ্র করে তুমুল অশান্তি ছড়াল দুর্গাপুর-এ। অমিত শাহ-এর জনসভার পরই তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় ও একাধিক কর্মীর বাড়িতে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে গোটা এলাকায়, একে অপরের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে দুই প্রধান রাজনৈতিক দল।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে বাঁকুড়া মোড় এলাকায় তৃণমূলের একটি পথসভা চলাকালীন বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে উচ্চস্বরে লাউডস্পিকার বাজানোর অভিযোগ ওঠে। তা নিয়েই শুরু হয় দুই পক্ষের বচসা। পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং একসময় হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে উভয় পক্ষের কর্মীরা।সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন গুরুতর জখম হন। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতাল-এ, যেখানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।অভিযোগ, এই ঘটনার পরই বাঁকুড়া মোড় এলাকায় তৃণমূলের একটি দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানো হয়। পাশাপাশি, একাধিক তৃণমূল কর্মীর বাড়িতেও হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে বলে দাবি। যদিও এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি।খবর পেয়ে আহতদের দেখতে হাসপাতালে যান তৃণমূল প্রার্থী কবি দত্ত। তিনি বলেন, উসকানির রাজনীতি বন্ধ হওয়া উচিত। সাধারণ মানুষই এর শিকার হচ্ছেন। আগুন লাগানো সহজ, কিন্তু নেভানো কঠিন। অন্যদিকে, দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী লক্ষণ ঘোরুই হাসপাতালে গিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধেই হামলার অভিযোগ তোলেন। তাঁর দাবি, তৃণমূল বুঝে গিয়েছে তারা হারছে, তাই আমাদের কর্মীদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে।ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী। ভোটের আগে এই সংঘর্ষ নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে প্রশাসনের।

বাগদায় বিজেপি প্রার্থীর কনভয়ে

ধাক্কা, হামলার অভিযোগ শান্তনুপত্নীর

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ প্রথম দফার নির্বাচনের মুখে ফের উত্তেজনা ছড়াল উত্তর ২৪ পরগনার বাগদায়। মঙ্গলবার সকালে বিজেপি প্রার্থী সোমা ঠাকুরের কনভয়ে হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে। যদিও ঘটনায় প্রার্থী অক্ষত থাকলেও কনভয়ের একটি গাড়ির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ এবং অভিযুক্ত এক বাইক আরোহীকে আটক করা হয়েছে।জানা গিয়েছে, এদিন সকালে সুন্দরপুরের আরামডাঙ্গা এলাকায় জনসংযোগে যাচ্ছিলেন সোমা ঠাকুর। অভিযোগ, সেই সময় পিছন থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি বাইক তাঁর কনভয়ের একটি গাড়িতে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার অভিঘাতে গাড়িটির পিছনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং কাঁচ ভেঙে যায়। ঘটনার পরেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং বিক্ষোভে ফেটে পড়েন বিজেপি কর্মীরা।বিজেপির অভিযোগ, এটি নিছক দুর্ঘটনা নয়, বরং পরিকল্পিত হামলা। তাঁদের দাবি, অভিযুক্ত যুবকের পরনে তৃণমূলের গেঞ্জি ছিল এবং সে মদ্যপ অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে এই ধাক্কা মারে। সোমা ঠাকুর নিজেও অভিযোগ করেন, তাঁকে লক্ষ্য করেই এই হামলার চেষ্টা হয়েছে এবং এর পিছনে শাসকদলের হাত রয়েছে।অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 14-04-2026 15:38 Page 5

পয়লা বৈশাখে জমিয়ে পেটপুজোর প্ল্যান ?

শহরের কোন রেস্তোরাঁয় রয়েছে বিশেষ বাঙালি খাবারের আয়োজন, রইল হদিশ

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বছরভর যতই ব্যস্ততা থাকুক, খাওয়াদাওয়ায় ভোজনরসিক বাঙালিকে হার মানাবে কার সাধ্যি! পয়লা বৈশাখে জিভে জল আনা বাঙালি পদের স্বাদ পেতে চান? ঢুঁ মারতে পারেন শহরের আনাচেকানাচে। নববর্ষে বিশেষ মেনু নিয়ে হাজির কলকাতার তিন রেস্তোরাঁ।

ভূতের রাজা দিল বর

ধরুন, গুপি আর বাঘার মতো আপনারও হাততালি দিয়েই প্লেট ভর্তি পছন্দের খাবার খেতে ইচ্ছে হল! তাহলে আসতেই পারেন 'ভূতের রাজা দিল বর' রেস্তোরাঁয়। যেখানে আনাচে-কানাচে রয়েছে সত্যজিৎ রায়ের ছোঁয়া। পয়লা বৈশাখে এই রেস্তোঁয়ার বিশেষ আয়োজন 'ভূতের রাজার বৈশাখী থালি'। যার মধ্যে পাবেন আম পান্না, ফিস ফ্রাই, কড়াইশুঁটির কচুরি, ভাজা মশলার আলুরদম, বাসন্তী পোলাও থেকে মাছের মাথা দিয়ে মুগ ডাল সহ ভেটকি পাতুরি, চিংড়ি মালাইকারি, ইলিশ ভাপা, ভূতের কালো পোড়া খাসির মাংস, পায়েস সহ আরও অনেক পদ। এই থালিতে দিব্যি দু'জন জমিয়ে খেতে পারেন। খরচ পড়বে ১৮৪৯ টাকা। এছাড়াও রয়েছে ৮৫৯ 'গুপির থালি', ৮৯৯ টাকায় 'বাঘার থালি'। শুধু থালি নয়, আমিষ থেকে নিরামিষ, সবেতেই আলাদাভাবে হরেক পদ অর্ডার করে খেতে পারেন এই রেস্তোঁরায় সবকটি আউটলেটে।

বাবু কালচার

পয়লা বৈশাখে প্রিয়জনের সঙ্গে খাঁটি বাঙালি খাবারের পেটপুজো করতে চাইলে যেতে পারেন 'বাবু কালচার'-এ। বাঙালিয়ানার অন্যতম এই রেস্তোরাঁটির আতিথেয়তা মুগ্ধ হওয়ার মতো। পুরনো কলকাতার আমেজ রয়েছে এদের সাজসজ্জাতে। পয়লা বৈশাখে নববর্ষের স্পেশাল নিরামিষ ও আমিষ থালি নিয়ে হাজির হয়েছে এই রেস্তোঁরা। ভেজ থালিতে পেয়ে যাবেন ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক হিসেবে পাকা আম ও গন্ধরাজ লেবুর শরবত থেকে শুরু করে ভেজিটেবল চপ, ভাত, ফ্রায়েড রাইস,বেগুনি, ঝুরি আলু ভাজা, ডাল, লুচি, আলুর দম, ছানার ডালনা, দই পটল, সর্ষে বেগুন, ধোকার ডালনা, পায়েস, মিষ্টি আর পান। দাম পড়বে ৬৪৯ টাকা। আর আমিশ থালিতে থাকছে ফিস ফ্রাই, চিংড়ি মালাইকারি, মটন, ভেটকি পাতুরি, চিতল মুইঠা, পাবদা তেল ঝাল। খরচ পড়বে ১০৯৯ টাকা। এছাড়াও ১৫৯৯ টাকায় রয়েছে ইলিশ থালি। ১৩-১৪ এপ্রিল এবং ১৬ থেকে ১৯ এপ্রিল পয়লা বৈশাখের তিন বিশেষ থালির সঙ্গে থাকবে ভোজ ও মহাভোজ থালিও। নববর্ষের আবহে দুপুর ১২টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত প্রিয়জনদের সঙ্গে চলে আসতে পারেন এই রেস্তোরাঁয়।

চৌধুরি অ্যান্ড কোম্পানি

নববর্ষের আবহে বাঙালির ঐতিহ্য আর স্বাদের মেলবন্ধন ঘটাতে বিশেষ মেনু নিয়ে হাজির চৌধুরি অ্যান্ড কোম্পানি। এখানে শুরুতেই পেয়ে যাবেন গরমের স্বস্তি দেওয়ার মতো ঠান্ডা পানীয়-তেঁতুলের শরবত, ডাবের শরবত, সুন্দরী কমলা আর গন্ধরাজ ঘোল। সঙ্গে হালকা গ্রিন স্যালাড। এরপর একে একে রয়েছে মুখরোচক স্টার্টার। নিরামিষে পেঁয়াজ পোস্ত বড়া, মোচার মালাই চপ, আম পিয়াজি, আম-পেঁয়াজ পোস্ত বড়া আর নন-ভেজ প্রেমীদের জন্য থাকছে ভেটকির অন্যরকম ফিশ ফ্রাই, চিংড়ির ইরানি কাটলেট, ঢাকাই চিকেন জালি কাবাব, টপসে ফ্রাই, হাঁসের ডিমের ডেভিল, মাংসের চপ, আম পোড়া মাছের চপ। সঙ্গে বেগুন ভাজা, আলু ভাজা, মাছের ডিমের বড়া, মৌরলা মাছ ভাজাও। মেনুর মূল পর্বে রয়েছে ভাজা মুগ ডাল, মৌরি-আদা বাটা দিয়ে বিউলির ডাল, চিংড়ি দিয়ে বিউলির ডাল, নারকেল দিয়ে ছোলার ডাল, আম দিয়ে মুসুর ডাল, আম দিয়ে জমিদারি ডালের মতো বাঙালির ঘরোয়া স্বাদের ছোঁয়া। সঙ্গে লুচি, কড়াইশুঁটির কচুরি, ভাত, বাসন্তী পোলাও, কাজু-কিশমিশ পোলাও ও চিংড়ি পোলাও। মেইন কোর্সে নিরামিষ থেকে আমিষ, সবেতেই জমজমাট আয়োজন। আলুর দম, মোচার ঘন্ট, আলু পোস্তর মতো নিরামিষ পদ যেমন আছে, তেমনই রয়েছে কষা মুরগি, রেলওয়ে মুরগির ঝোল, কষা মাংস, ঢাকাই কালো ভুনা মাংস। মাছ ও সামুদ্রিক খাবারের মধ্যে পাবেন দই কাতলা, ভেটকি পাতুরি, ইলিশ ভাপা, চিংড়ি মালাইকারি, ডাব চিংড়ি। ঘরোয়া স্বাদের বাড়তি ছোঁয়া দিতে রয়েছে বেগুন ভর্তা, টমেটো ভর্তা, চিংড়ি ভর্তা, কাঁচা আমের ভর্তা। আর শেষে মিষ্টি দই, আম দই, রসগোল্লা, রাবড়ি, আমের ক্ষীর, নতুন গুড়ের আইসক্রিম জমিয়ে দেবে নববর্ষের খাওয়াদাওয়া। এছাড়াও রয়েছে 'বৈশাখের আমবিলাস' নামক একটি বিশেষ মেনু, যেখানে গ্রীষ্মের প্রিয় ফল আম দিয়ে তৈরি হয়েছে স্টার্টার থেকে ডেসার্টের নানা পদ। পয়লা বৈশাখে বাঙালি খাবারে রসনাতৃপ্তি করতে হলে প্রিয়জনদের সঙ্গে ডেস্টিনেশন হতে পারে দেশপ্রিয় পার্কের চৌধুরি অ্যান্ড কোম্পানি।১৪ ও ১৫ এপ্রিল দুপুর ১২টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত রয়েছে এই রেস্তোরাঁয় এলাহি খাওয়াদাওয়ার আয়োজন। দু'জনের খ রচ পড়বে আনুমানিক ১০০০ টাকা, সঙ্গে ট্যাক্স।সৌ ঃ আজকাল।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।